International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-II, March 2022, Page No. 18-25
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i2.2022.18-25

বিরহচিত্রণে কবি কালিদাস
(মেঘদূতে ও শাকুন্তলে)

তারা গুপ্ত
গবেষিকা, সংস্কৃত বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:

To represent languishment is a novel device of a poet for the culmination of the various episodes of a poetic creation. This very element makes the conclusion of the story more and more delicious. In Sanskrit literature, from the great poet Balmiki to other minor poets have taken shelter under his assistance. Even the poet of the poets Kalidasa is not an exception to this technique. The dektesures use of languishment has taken a new dimention in his wonderful creations. For example we can remember the waiting of Madan's spouse Roti in 'Kumarsamvaba'; the languishment of Rama and Sita in 'Raghubangsa'; that of Sakuntala and King Dushyanta in 'Shakuntala' the same baleful feelings of Jaknya and his beloved wife in 'Meghdutam'; the estrangement between Malabika and Agnimitra in 'Malbikagnimitram', the separation of protagonist Bikram in 'Bikramurbash. In every creation, these depictions of languishment exist lifelong in our memory. In the following article, the originality of poet Kalidasa, in the delineation of languishment in Meghdutam and drama Avigyansakuntalam will be discussed.

Keywords: Love, Love affair, Estrangement, The pain of separation, Enjoyment.

'যাক ছিঁড়ে, যাক, ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল ।
দুঃখের প্রসাদে এলো আজি মুক্তির কাল ।।
এই ভালো ওগো এই ভালো - বিচ্ছেদ বহ্নিশিখার আলো ।
নিষ্ঠুর সত্য বারুক বরদান-
ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল ।।'

---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিসৃষ্টিতে কাব্যের আখ্যানের পরিপুষ্টির জন্য কবির একটি অভিনব কৌশল হল বিরহের উপস্থাপনা। বিরহই কাব্যের সমাপ্তিকে আর মধুময় করে তোলে। সংস্কৃতসাহিত্যে বাল্মীকি থেকে শুরু করে অর্বাচীন

সকল কবিই এই কৌশলের সহায়তাকে আশ্রয় করেছে, কবিকুলশিরোমণি মহাকবি কালিদাস তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এই বিরহ তার কাব্যে এক অন্য মাত্রা নিয়েছে। দেখা যায় এই কবির প্রতিটি কাব্যে বিরহের বিশেষ ভমিকা রয়েছে । যেমন কুমারসম্ভবে মদনস্ত্রী রতির বিলাপ, রঘুবংশে রামসীতার বিরহ, শাকুন্তলে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার বিরহ, মেঘদূতে যক্ষ-যক্ষপত্নীর বিরহ, মালবিকাগ্নিমিত্রে মালবিকা-অগ্নিমিত্রের বিরহ, বিক্রমোর্বশীয়মে নায়ক বিক্রমের বিরহ অন্যতম। সর্বত্রই কবির এই বিরহের দৃশ্য বর্ণনা অভিস্মরণীয় হয়ে আছে। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র মেঘদূত খণ্ডকাব্যের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের বিরহচিত্রণে কবি কালিদাসের অভিনবত্ব পর্যালোচনা করা হবে।

ভালোবাসা ভগবানের অন্যতম উপহার। ভালোবাসা মানে ভালোতে বাসা । ভালোবাসা বিহীন মানুষ হতে পারে না। ভালোবাসায় পারে সবকিছুর ঊর্ধ্বে যেতে । সেই ভালোবাসারই অঙ্গ হচ্ছে বিরহ । প্রকৃত প্রেমের পরীক্ষাই হচ্ছে বিরহ। প্রেমে বিরহই পরিপূর্ণতা এনে দেয়। বিরহই বুঝিয়ে দেয় প্রকৃত প্রিয়া মিলনের স্বাদ। বিরহতা সুন্দর চিত্র এঁকেছেন কালিদাস তার রচনায়। কালিদাস কবিদের মধ্যে অন্যতম। কালিদাসের অপরূপ ভাবে উপস্থাপনা করেছেন বিরহকাতর প্রেমিক-প্রেমিকার স্বরূপ ।

কালিদাসের রচনাসমগ্র-

নাটক- বিক্রমোর্বশীয়ম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

মহাকাব্য- কুমারসম্ভবম্, রঘুবংশম্

খণ্ডকাব্য- ঋতুসংহারম্, মেঘদূতম্

যক্ষপত্নী রূপের সৌন্দর্য অতুলনীয় । কিন্তু সে আজ ম্লান হয়ে গেছে ।

'দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্ ।'[1]

চক্রবাকীর মত একাকিনী দুঃখে দিন অতিবাহিত করছে । যক্ষপত্নী সৌন্দর্যের অধিশ্বরী হয়েও বিষাদে মলিনরূপ ধারণ করেছে ।

শূদ্রকের ভাষায়- 'হেমন্তপদ্মমিব নিষ্প্রভবতামুপ্রৈতি ।'[2]

রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে হনুমান সীতাকে যে অবস্থায় দেখেছিলেন, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পাওয়া যায় কালিদাসের এই বর্ণনায় ।

প্রবলরোদনে চোখদুটি স্ফীত হয়ে গেছে যক্ষপ্রিয়ার । দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ওষ্ঠ বিবর্ণ কালো হয়ে গেছে । কেশ সংস্কার না করায় যক্ষপ্রিয়া যেন চুল দিয়ে মুখ ঢেকে গেছে । মেঘে ঢাকা পড়া চাঁদ যেন ।

হতে পারে যক্ষপ্রিয়া যক্ষের মঙ্গল কামনায় অভিষ্ট পূজকর্মে ব্যাপৃত রয়েছে । বিরহবেদনায় ক্লান্ত যক্ষপ্রিয়া ছবি আঁকছে ।

যক্ষের অপেক্ষায় মলিনবসনে কোলে বীণা রেখে গান গাইবার চেষ্টা করেছে যক্ষপ্রিয়া কিন্তু নিজের অজান্তেই চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে নিজের দেওয়া সুর যক্ষপ্রিয়া কিছুতেই মনে রাখতে পারছেনা ।

যক্ষবিহীন যক্ষপ্রিয়ার আজ সব শূন্য হয়ে গেছে । যক্ষপ্রিয়ার প্রাণ আজ নির্বাসিত হয়ে রয়েছে । যক্ষপ্রিয়া জীবিত আছে কিন্তু শরীরে কোনো প্রাণ-স্পন্দন নেই, থেমে গেছে তার জীবন । তার অজান্তেই চোখে জল ঝরে পড়ছে । ভালবাসার তীব্র বেদনায় জর্জরিত যক্ষপ্রিয়া ।

---

[1] মেঘদূত, উত্তরমেঘ, শ্লোক-২২

[2] মৃচ্ছকটিকম্, শ্লোক- ৯/১৯

'শেষান্ মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।
মৎগন্ধ বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী-
প্রায়েণৈতে রমনবিরহেস্বঙ্গানাং বিনোদাঃ ।।'[3]

কালিদাস এখানে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন যক্ষপ্রিয়ার পতিনিষ্ঠাপরায়নতা। এমন অনেক মহিলা আছে যারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্ভোগে লিপ্ত হয়। কিন্তু যক্ষপ্রিয়া প্রতিনিষ্ঠপরায়নতা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও মনে মনে যক্ষের আলিঙ্গনে আস্বাদ মনে করে যক্ষপ্রিয়া দিন অতিবাহিত করছেন। যক্ষপ্রিয়া জাগতিক সুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে তার ধ্যান কেবলই যক্ষ আর যক্ষ।

যক্ষপ্রিয়া মনে প্রাণে কোনো স্পন্দন অনুভূতির না থাকলেও জীবনযাপনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্ম করেই যেতে হয়। সূর্যের আলো যত প্রখর হয় ততই কর্ম তৎপরতা বেড়ে যায় কিন্তু সন্ধ্যার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন সূর্যের আলো কমে আসে তেমনি যন্ত্রণা বেদনা অধিকমাত্রায় বেড়ে যায় প্রিয়ার মনে। দিন কেটে যায় কিন্তু রাত কাটে না, রাতের নিস্তব্ধতা চারদিকের থমথম পরিবেশ যক্ষপ্রিয়ার বেদনাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। যক্ষহীন যক্ষপ্রিয়া ভূমিতে শয়ান করে থাকে বিনিদ্র অবস্থায়। আর তার মনে মনে ভাবে কবে মিলনের সুখ অনুভব করবে। এর অনুরূপ বর্ণনা আছে বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকে-

'কার্যান্তরিতোঽকণ্ঠং দিনং ময়া নীতমনতিকৃচ্ছ্রেন।
অবিনোদদীর্ঘযামা কথং নু রাত্রির্গময়িতব্যা ।।'[4]

যক্ষপ্রিয়ার চোখদুটি মেঘলাদিনের স্থলকমলিনীর মত প্রতিভাত হচ্ছে যা বিকশিত আবার নিমীলিতও নয়। যক্ষপ্রিয়া যখন যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে মিলনের সুখ অনুভব করছিল তখন এ চাঁদ যেন জ্যোৎস্নার চাঁদ ছিল কিন্তু আজ বিরহী যক্ষের প্রিয়ার কাছে এই চাঁদ আমাবস্যার কাল রাতের চাঁদ, যা তার বেদনাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

'নিঃশ্বাসেনাধরকিসলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাত্ পরুষমলকং নৃনমাগণ্ডলম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনমেত্ স্বপ্নজোহপীতি নিদ্রা
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ।।'[5]

যক্ষপ্রিয়া যক্ষের বিরহে আজ বিলাপ করে স্নানহীন তেলহীন রুক্ষকেশে বিরহরতা। স্বপ্নে যক্ষপ্রিয়া যক্ষের সঙ্গলাভ করে। কিন্তু অশ্রুতে ডুবে থাকা চোখের জন্য যক্ষপ্রিয়ার ঘুম আসে না। তাই যক্ষপ্রিয়ার মনে হয় কেন ঘুমাতে পারিনা। ঘুমালেও তবুও যক্ষপ্রিয়ার সঙ্গ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে যক্ষকে পায় কোনো চিরতরে পায়না, এই বেদনা যক্ষপ্রিয়া আজ সর্বস্বান্ত।

---

[3] মেঘদূত, উত্তরমেঘ, শ্লোক- ২৬
[4] বিক্রমোর্বশীয়ম্, শ্লোক- ৩/৪
[5] মেঘদূত, উত্তরমেঘ, শ্লোক-৩০

যক্ষপ্রিয়া এখন কেশে মালা সাজায় না, রুক্ষকোলে বেণীবাধা অবস্থায় রয়েছে। নোখ কাটা হাত দিয়ে বারেবারেই নিজেকে আঘাত করে ফেলেছে। নিজের বিরহবাসনা বিসর্জন করে শাপ অবসানের দিন গুনছে যক্ষপ্রিয়া।

'সা সংন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী।
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখেন গাত্রম্ ।।'[6]

অলংকার নারীদেহের শোভাবর্ধক । কিন্তু যক্ষপ্রিয়া তার সব অলংকার খুলে রেখেছে আর নিজেকে ঢেলে দিয়েছে শয্যার দিকে। সুরে জাবন যক্ষপ্রিয়ার বেসুরে হয়ে গেছে। যক্ষবিহীন যক্ষপ্রিয়া চোখ আজ কাজল ছাড়া, মদিরা ছাড়া ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু যক্ষপ্রিয়া স্বপ্নে তার যক্ষের সঙ্গে মিলিত হয় তাই কবি সুন্দর হবে বলেছে- আমার হাত বান্ধবী, পা বান্ধবী, মন বান্ধবী কেমনেই। যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার উভয়ের মন স্বপ্নে মিলিত হয় তা ক্ষনিকই হোক না কেন । কিন্তু সত্যিকারের প্রেম তার সার্থকতা লাভ করে। যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়া উভয়ই সত্যনিষ্ঠ প্রেমিক-প্রেমিকা। বিরহ যত কষ্টের হবে ততই সুখের হবে প্রিয়ামিলন। যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়া উভয়ই বিরহে দিনযাপন করছে মিলনের আশায়। কোনো দুঃখই চিরস্থায়ী সুখ-দুঃখ চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়। কালিদাস তার রচনায় মর্মান্তিক বিরহের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু যখন যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়া উভয়ই সত্যবান্ প্রেমিক প্রেমিকা।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-

কালিদাসের চির অমর সৃষ্টি অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সর্বজনগ্রাহ্য সর্বজনবিদিত একটি নাটক। এই নাটকটি শুধু ভারতবর্ষে নয়, বহির্ভারতেও খ্যাতি অর্জন করেছে ।

'শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য ।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ।।'[7]

দুষ্যন্তের উপরিউক্ত উক্তি দ্বারা প্রণয়ে সূত্রপাত ঘটেছে। আশ্রম হচ্ছে শমগুণের জায়গা অথচ দুষ্যন্তের বাহুতে স্পন্দন ঘটেছে। অর্থাৎ ভাবীপ্রণয়ে সূত্রপাত ঘটেছে। যা ভবিতব্য তা যেকোনো জায়গাতেই ঘটতে পারে।

আশ্রমকন্যাবাসীদের লাবণ্য যেন উদ্যানে পরিপালিত লতাকেও হার মানিয়েছে ।

রাজা দুষ্যন্তে মোহিত হয়েছেন শকুন্তলার রূপ যৌবনের প্রতি। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করে আছে অথচ তার দৈহিক লাবণ্য অপ্রতীম। তাই দুষ্যন্ত বলেছেন পদ্ম শৈবালে ঘেরা থাকলেও সুন্দরই লাগে। চাঁদের কলঙ্ক মলিন হলেও তা তার সৌন্দর্য বাড়ায়।

দুষ্যন্তের মনে যখন আশঙ্কা উৎপন্ন হয়েছিল যে, আশ্রমকন্যা কিভাবে তার যোগ্য কিন্তু তিনি যখন জানলেন, কুলপতি কণ্বের অসবর্ণ পত্নীর গর্ভজাত তখন তার সন্দেহের অবকাশ থাকল না। শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ করতে পারে, সন্দেহ স্থলে সৎলোকের মন যা ভাবে তাই সত্য বলে প্রতিপাদিত হয়। এভাবেই শকুন্তলার ভবিষ্যতে প্রণয়ে সূত্রপাতের ইঙ্গিত সূচিত হয়।

নাটকে বর্ণিত চরিত্র শকুন্তলার বিরহবেদনা সবাইকে অশ্রুমন্ডিত করে । শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ দুষ্যন্ত বলেছিলেন-

---

[6] মেঘদূত, উত্তরমেঘ, শ্লোক-৩২

[7] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ২/১৫

'চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু ।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ।।'[8]

দুষ্যন্ত শকুন্তলা প্রথম দর্শনেই একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। তপস্বিকন্যা শকুন্তলা স্বাভাবিকভাবেই লজ্জাশীলা ।

'অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং
হসিতমন্যনিমিত্তকৃতোদয়ম্ ।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া
ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃত ।।'[9]

দুষ্যন্ত শকুন্তলা দুজনেই কামের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে । দুজনই মিলনের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে । রাজা দুষ্যন্তও শকুন্তলা মহর্ষি কর্ণের অনুপস্থিতিতে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে । রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে রেখে রাজধানী ফিরে গেছেন । শকুন্তলা পতির চিন্তায় নিমগ্ন । দুষ্যন্তের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন যে, দুর্বাষামুনি যে এসেছেন তপোবনে সেটাও ভুলে গেছেন নিজের অচেতনে অবস্থানের জন্য শাপের স্বীকার হয়ে যান ।

'বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্
স্মরিষ্যতি ত্বাং নস বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ।।'[10]

এই অভিশাপেই লুকিয়ে রয়েছে শকুন্তলার বিরহবেদনার গাথা । শাপের মোচন হিসেবে দুর্বাসা বলেছিলেন যদি শকুন্তলা কোনো আভরণ দেখাতে পারে তাহলে দুষ্যন্তের মনে পড়বে শকুন্তলার কথা । কিন্তু শকুন্তলা তার অচেতন অবস্থায় দুষ্যন্ত প্রদত্ত অঙ্গুলীয়ক হারিয়ে ফেলেন । শুরু হয় শকুন্তলার বেদনাদায়ক অবস্থা । প্রতিদিনই চন্দ্র অস্ত যাচ্ছে আর সূর্যের আলোতে দিন প্রতিভাত হচ্ছে । তেমনি প্রিয়জনের থেকে দূরে থাকা অবলা নারীদের পক্ষে কষ্টদায়ক ।

বিরহের প্রথম সূত্রপাত ঘটে যখন রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে অস্বীকার করেন । শকুন্তলা রাজা দুষ্যন্ত প্রদত্ত আংটি প্রমাণ হিসাবে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল । তার ফলস্বরূপ ঘনিয়ে আসে শকুন্তলার জীবনে । রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে মনে না পড়ায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন-

'স্ত্রীনামশিক্ষিতপটুত্বমানুষীষু
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ
প্রগন্তরিক্ষগমনাত্ স্বমপত্যজাত-
মন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি ।।'[11]

---

[8] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ২/৯
[9] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ২/১১
[10] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ৪/১
[11] অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ৫/২২

এমনকি রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভর্ৎসনাও করেছেন । শুধু কি শকুন্তলা, তিনি স্ত্রীজাতির চরিত্রটি প্রশ্ন তুলেছিলেন- স্ত্রীজাতি স্বভাবই চতুরতা লক্ষ্য করা যায় । যেমন কোকিলেরা নিজেদের সন্তানদের আকাশে উড়তে শেখার আগে অন্য পাখি দিয়ে পালন করায় । শকুন্তলার পক্ষে এমন বিদ্রূপ কথা প্রাণঘাতের সমান । যাকে ভালোবেসে বিবাহ করেছেন যার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন তার মুখে এসব বাণী যেন ধনুকের মতন তার বুকে বিঁধে যাচ্ছে । সেজন্য গোপনে প্রেমনিবেদন খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে তবেই করা উচিত । অন্যথায় শাস্তি ভোগ করতে হয় ।

'তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং গৃহানবা ।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্বতোমুখী ।।'[12]

শকুন্তলাকে গ্রহণ করবেন কিনা করবেন সেটা রাজা দুষ্যন্ত আপনার বিষয় । কেননা স্বামী-স্ত্রীর উপর স্বামীর সব ব্যাপারেই স্বাধীনতা স্বীকৃত আছে । এ বলে শাঙ্গরব, শারদ্বত কণ্বমুনি কুমার শকুন্তলাকে রেখে প্রস্থান করলেন । শকুন্তলার করুন অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় । এদিকে স্বামীর প্রত্যাখ্যান আরেকদিকে শাঙ্গরব, শারদ্বতের ভর্ৎসনা ।

রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এ কথা যেমন সত্য তেমনি রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাবিষয়ে চিন্তা করতে করতে মোহমুগ্ধ হয়েছেন এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না । রাজা দুষ্যন্ত অনুতপ্ত-

'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু
ক্লিষ্টং নু তাবৎফলমেব পুণ্যম্ ।
আসন্নিবৃত্ত্যৈ তদতীতমেতে
মনোরথা নাম তট প্রপাতাঃ ।।'[13]

আংটি ইতিমধ্যে রাজার হাতা এসে পড়েছে- তাই রাজা সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে যায় রাজা অনুতপ্ত ।

'অচেতনং নাম গুণং ন লক্ষয়ে ।
ন্ময়ৈব কস্মাদবধীরিতা প্রিয়া ।।'[14]

অচেতন পদার্থ গুণের বিচার করতে পারে না। আমিও বা কি কারণে আমার প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছি? রাজা দুষ্যন্ত যেন শকুন্তলাকে প্রত্যাখান করাটা পরিপূর্ণ নদীকে উপেক্ষা করে মরীচিকায় আসক্ত হওয়ার মতো । সত্যই রাজার অবিশ্রান্ত দুঃখ। জাগ্রত অবস্থায় শকুন্তলাকে কাছে পান না। স্বেচ্ছায় আগত তাকে তিনি অন্যায়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বপ্নে তাকে পেলে কিছু শান্তি পেতেন। কিন্তু সকলের জন্য যে নিদ্রার প্রয়োজন- আর তিনি তো কাটান বিনিদ্র রজনী সুতরাং স্বপ্নেও তাকে পান না।

চিনলে না তারে, তাই চলে গেল- তবু কেন বারে বারে।
অজানার ব্যথা নিগূঢ় আঘাত করে মর্মরে দ্বারে।

কিছু রম্য, যা কিছু রম্য, যা কিছুর মধুর করে কেন আজ হৃদয় বিধুর / কত জনমের চিরবিস্তৃত পরিচয় যা কিছু রম্য যা-কিছুর মধুর করে কেন আজ হৃদয়ের কত জনমের চিরপরিচিত নাম সুনীলকুমার দে তার

---

12 অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ৫/২৬
13 অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ৫/২৬
14 অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ৬/১০

দুষ্যন্ত-শকুন্তলা কবিতায় এই শ্লোকের সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জেগে আছে একাকী রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার আখি। এদিকে শকুন্তলা মুনি মারীচের আশ্রম নিতান্ত কষ্টে দিনযাপন করছেন।

'বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী কৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মমদীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি।।'[15]

শকুন্তলার পরনে দুখানা ধূলায় মলিন বসন। নিয়ত ব্রত পালনে মুখখানা শীর্ণ, মাথায় তার একটি মাত্র বেণী। শকুন্তলার দীর্ঘকাল ধরে বিরহভোগ করার তার এই অবস্থা।

স্বামী পরিত্যাক্তা নারী কাছে এই জগতে দিনযাপন করা খুবই কষ্টদায়ক। তার ওপর সে যদি সন্তানের মা হয়। শকুন্তলা মারীচের আশ্রমের নিদারুণ কষ্টে দিন অতিবাহিত করেছে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকে বিরহের যন্ত্রণা রাজা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা ভোগ করেছেন। বিরহই প্রেমের সার্থকতা। আগুনে পুড়ে সোনা যখন প্রকৃত সোনা হয়ে ওঠে ঠিক তেমনই বিরহের আগুনে জ্বলেই প্রেম সার্থকতা লাভ করে। বিরহ যত প্রখর হয় মিলন ততই মধু অবশেষে সব বাধা অতিক্রম করে শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের মিলন ঘটে।

'উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং
ঘনোদয়ঃ প্রাক্ তদনন্তরং পয়ঃ।
নিমিত্তনৈমিত্তিকয়োরয়ং ক্রম-
স্তব প্রসাদস্য পুরস্ত সংপদ।।'[16]

দীর্ঘকাল বিরহ এ দিন অতিবাহিত করার পর অবশেষে সন্তান মাতা-পিতার সুমধুর মিলন ঘটে। শ্রদ্ধা, বিত্ত, বিধি- এই তিনের একসঙ্গে মিলন ঘটেছে।

উপসংহার: মেঘদুত ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ মধ্য দিয়ে প্রেমের সার্থকতা সাধিত হয়েছে। মেঘদূতের যক্ষ, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের দুষ্যন্ত উভয়ই সত্যনিষ্ঠ প্রেমিক ও যক্ষপ্রিয়া আর শকুন্তলা পতিব্রতা নারী। বিরহদিনও তাদের প্রেম অক্ষয় রয়েছে কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নি। বিরহ না এলে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। মেঘদূতম্ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলমে বিরহ-এর যন্ত্রনাদায়ক অবস্থাও কুবই সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন কালিদাস।

শৃঙ্গার-করুণরসে নাটক পরিপূর্ণ থাকবে। কালিদাস করুণ রসের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বিরহের মধ্যে দিয়ে অতি নিপুণভাবে করুণ রসের উপস্থাপনা করেছেন। যক্ষের তার প্রিয়া জন্য যে উৎকণ্ঠা মিলনের যে আকুলতা আর হৃদয়বিদীর্ণ করা দুঃখ করুণ রসের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন কালিদাস। যক্ষের বিরহ যক্ষপ্রিয়া আজ রূপহীন শ্রীহীন হয়ে রয়েছে। যক্ষপ্রিয়ার রূপ ম্লান হয়েছে, রোদনের ফলে তার চোখ স্ফীত হয়েছে। এসব বর্ণনা কালিদাসের করুণরসেনর সঠিক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কালিদাস নিজের রচনাশৈলী দিয়ে করুণ রসের চরমোৎকর্ষ ঘটিয়েছেন। পাশাপাশি অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এই করুণরসের সঠিক প্রয়োগ ঘটেছে। যখন রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তখন শকুন্তলার করুণদশা থেকে

---

15 অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ৬/১৩

16 অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, শ্লোক- ৭/২৩

সবার মনে কালো দীর্ঘনিশ্বাস চোখে জল বেরিয়েছিল ।করুণ তার চরম টানটান উত্তেজনা দেখা যায় কালিদাসের করুণ রসের বর্ণনায়। সব মিলিয়ে কালিদাসে করুণরসের যে বর্ণনা করেছেন তা পাঠকহৃদয়ে অক্ষয় চিরস্থায়ী বিরাজমান।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1. বসু, অনিল চন্দ্র, সম্পা, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্,* সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১০।
2. গোস্বামী, বিধূভূষণ, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-* সম্পা., কলকাতা, তৃতীয় সংস্কৃত, ১৯০৩।
3. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, সম্পা., *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৮।
4. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান,* বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
5. শাস্ত্রী, শ্রীনিবাস, সম্পা., *মৃচ্ছকিটকম্,* সাহিত্য ভাণ্ডার, মেরট, ১৯৯৬।
6. চৌধুরী, অর্কনাথ, সম্পা., *মেঘদূতম্,* জগদীশ সংস্কৃত পুস্তকালয়, জয়পুর, ২০০০।
7. শাস্ত্রী, ব্রহ্মাশঙ্কর, সম্পা , *মেঘদূত,* চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৯৬।
8. চক্রবর্তী, সত্যনায়াণ, সম্পা., *মেঘদূত ও সৌদামনী,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০২১।
9. চন্দ্র , সংসার , ও শাস্ত্রী, মোহন চন্দ্র, সম্পা., *মেঘদূত,* মোতিলাল বানারসীদাস, দিল্লী, ১৯৯৬।
10. বর্মা, আশনন্দ, সম্পা., *বিক্রমোর্বশীয়ম্,* সংস্কৃত পুস্তকালয়, লাহোর, ১৯২৬।